বীর তীরন্দাজ (তীরন্দাজের প্রত্যাবর্তন)

লেখা : ফ্রাসোঁয়া করতেজিয়ানি
আঁকা : জাঁ-ইভেস মিতঁ

বীর তীরন্দাজ

টর্ক, এটাই ন্যায়পালের ধনুক··· আজ পর্যন্ত কেউ এটা ধ্বংস করতে পারেনি··· আর অত্যাচার যতদিন থাকবে, এই ধনুকও ততদিন মুক্তির প্রতীক হয়ে থাকবে ।

প্রকাশ্য জায়গায় আবোলতাবোল বকার মজা দেখাচ্ছি তোমাকে !
ওহ্, ন্-না !
উহ্ !

ওকে ছেড়ে দাও । ও কোনও অন্যায় করেনি !

ভাগ, বিচ্ছু, নইলে তোকেও পিষে মারব !
টর্ক, না !

নোংরা জানোয়ার !···

পালাও, টর্ক ! ওদের হাতে ধরা দিও না !
কিন্তু, বাবা, আমি···

আমার কথা শোনো, পালিয়ে যাও !

হুঁশিয়ার ! বাচ্চাটা পালিয়ে যাচ্ছে··· ওই যে ! ওই দিকে !
?

বীর তীরন্দাজ

কিন্তু...

আমাকে বাঁচান, সার !

শেষ পর্যন্ত তোকে পেয়েছি, বিচ্ছু !

সরে যাও, বুড়ো !

অসম্ভব ! আমি প্রোফেসর আর্কো, বিজ্ঞান পর্ষদের নির্দেশক... ব্যাপারটা আমি প্রভু ক্লোভোসের নজরে আনব ।

লোকটি ছিল সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, সেই ভয়ঙ্কর সময়ে খুব কম লোকই নগরশাসকের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেত !

এবার আপনার অভিযোগ কী, প্রোফেসর আর্কো ? বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে আমার রক্ষীদের !

একটা বাচ্চা ছেলেকে আপনার ভয় ?!

এর পরে শিশুরাও সন্দেহভাজন হয়ে উঠবে !

আইন যে অমান্য করবে তাকেই আমি নিশ্চিহ্ন করব !...

আমার আইন !

হ্যাঁ, আপনার আইন, কিন্তু মনে রাখবেন, এমন কেউ আসবে যে আপনার আইন আপনার মুখেই ছুঁড়ে মারবে !

হা ! হা ! ন্যায়পালের সেই গল্প, শহরটাকে যা কয়েক শতাব্দী তাড়া করছে ! ভেবে অবাক হচ্ছি যে, আপনার মতো বৈজ্ঞানিকের মনও এই আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করে !

বীর তীরন্দাজ

আপনার বার্ধক্যকে এই ঔদ্ধত্যের কারণ বলে ধরে নিয়ে এবার···

আপনি ওর হয়ে ওকালতি করছেন বলে ওর দায়িত্ব আপনাকেই দেওয়া হবে। ওকে আপনার বিজ্ঞান শেখান। তবে ওর কথা যেন আমার কানে আর না আসে···
হৃদয়হীন এক দুর্বল পশু··· যে-সমাজ এমন মানুষের জন্ম দেয় তা সত্যিই জাহান্নমে গেছে!

···অথবা সেই কাল্পনিক তীরন্দাজের! হা! হা! হা!
তীরন্দাজ কল্পনাবিলাস নয়··· একদিন সে ফিরে আসবেই··· আমার প্রতীক্ষা বৃথা হবে না···

কিন্তু তীরন্দাজ ফিরে এল না, ঋতুর পরে ঋতু গেল এবং অত্যাচারীর মুষ্টি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকল।
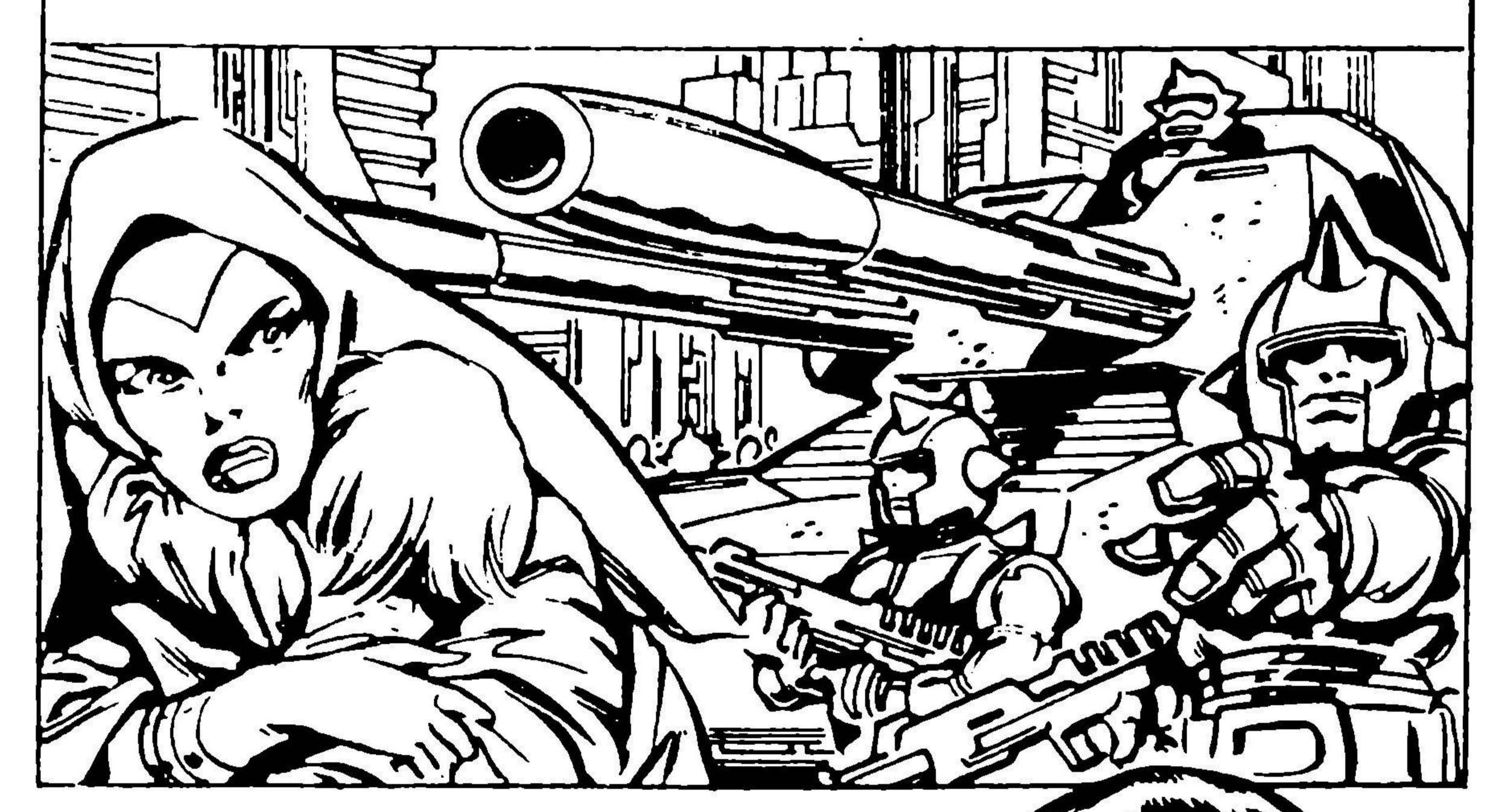
বিদ্রোহী বালক টর্কের মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জেগে উঠল এবং প্রোফেসর আর্কোর গবেষণাগারে তাঁর তরুণ সহকারী স্কটের সঙ্গে টর্কের দিন কাটতে লাগল।
এই তো···চমৎকার! এবার আমরা···
ওটা কাল হবে। এখন আমাকে অবশ্যই আলোক বিকিরণের সুস্থিতিকারকের শক্তি যাচাই করতে হবে।

শক্তির মাত্রা কমে যাক আমরা তা নিশ্চয় চাইব না··· তাই না?
ওটা আমি করব!··· আর ওই ভাল্‌ভ-এর ব্যাপার সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে···

শুধু এটা টানলেই হবে, আর···
আহ্‌হ্‌···
কী হল!?

স্কট!!! ন-না!

বীর তীরন্দাজ

স্কট !
আহ্হহ !

জেনারেটোরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি, শর্ট সার্কিট হয়ে গিয়েছিল ! জলদি আমাকে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে !
প্রোফেসর ! দেখুন !

ও অদৃশ্য হয়ে গেছে, ও···

ও অদৃশ্য হয়ে গেছে !

কী হয়েছে··· কী হয়েছে···
একটা মারাত্মক ভুল, টর্ক । আমি নিতান্তই এক বৃদ্ধ মূর্খ···বৃদ্ধ মূর্খ···
কেউ নড়বে না !

এবার তোমরা কী চাও ? তোমরা কি মনে করো যখন খুশি এখানে আসতে পারো ?
আমি টর্ক ভারেনকরকে খুঁজছি ।

ওর বাবা জেল থেকে পালিয়েছে, আর···
তোমাদের কোনও অধিকার নেই ! এই ছেলেটির দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল··· বিষয়টা আমি সর্বোচ্চ বিচারসভার নজরে আনব···

বীর তীরন্দাজ

আমাকে ছেড়ে দাও··· না··· ! প্রোফেসর আর্কো !
নড়বে না বলছি··· খবরদার, চেঁচাবে না !

ওহ্হ্··· আমি আঘাতে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম··· আরে··· ওই শব্দটা কিসের ?
বাজ্জ্
বাজ্জ্জ্

কী ব্যাপার ! এসব কী হচ্ছে ?
বাজ্জ্
বাজ্জ্
বাজ্জ্

অ্যাক্সেলেটর এগিয়ে গেছে··· সিন্টিলেশন কাউন্টার খেপে গেছে··· এই আলো···

স্কট !
উহ্ ! আমার শরীর··· মনে হচ্ছে যেন কোটি-কোটি পিপড়ে আমাকে কুরে খাচ্ছে !

স্টেবিলাইজারে ত্রুটি ছিল··· তোমার কিছু হয়নি তো ?
তাই তো মনে হচ্ছে··· মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে···

আ··· আমাকে যেতে দিন··· একটা ব্যাপার পরিষ্কার··· আমাকে একটা জিনিস যাচাই করে দেখতেই হবে··· অবশ্যই !
স্কট ! কী হয়েছিল ? স্কট !

প্রোফেসর ! দেখুন আমার হাত··· হাত ভেতরে ঢুকে গেল···
স্ফটিক !

বীর তীরন্দাজ

এটা… এটা অবিশ্বাস্য ! …শিরশির ভাব বেড়ে গিয়েছিল আর মনে হচ্ছিল যেন জলের মধ্যে হাত দিচ্ছি !
তা হলে এটা দুর্ঘটনা নয়…

আমার মাথার ভেতর দিয়ে অজস্র ছবি চলে যাচ্ছে !
এটা দৈবনির্দেশিত…

ফেসর আর্কো… নিজেকে আর মতো মনে না… আমি…
তুমিই সেই অবতার… যে আমাদের শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করবে !

আপনি কী বলছেন ?
আমার সঙ্গে এলেই তুমি দেখতে পাবে…

কত বছর… কত বছর আমি এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছি, ঠিক এই শহরের অন্য সজ্জনদের মতো…

কোথায়… আমরা কোথায়…
মঙ্গলময় পবিত্র স্থানে… যেখানে তোমার আশ্রয়…

যেখানে আমার পিতা এবং পিতামহের বর্ম এবং তার আনুষঙ্গিক সব কিছু বছরের পর বছর রক্ষিত আছে…
সেই ধনুক… সেই স্ফটিক… বুঝেছি…

এখন আমি আনন্দে ভাসছি… অবশেষে প্রত্যাঘাতের সময় এসেছে !

বীর তীরন্দাজ

বশীভূত শহরে রাত্রি নামল। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুরা হতাশ জীবনের দুঃস্বপ্ন ভুলতে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। পীতাভ চন্দ্রালোকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল কারাগারের দেওয়াল।

বঁড়শি-তীরেই কাজ হওয়া উচিত...

ঠন্
বাকিটা হয়তো সহজ হবে...
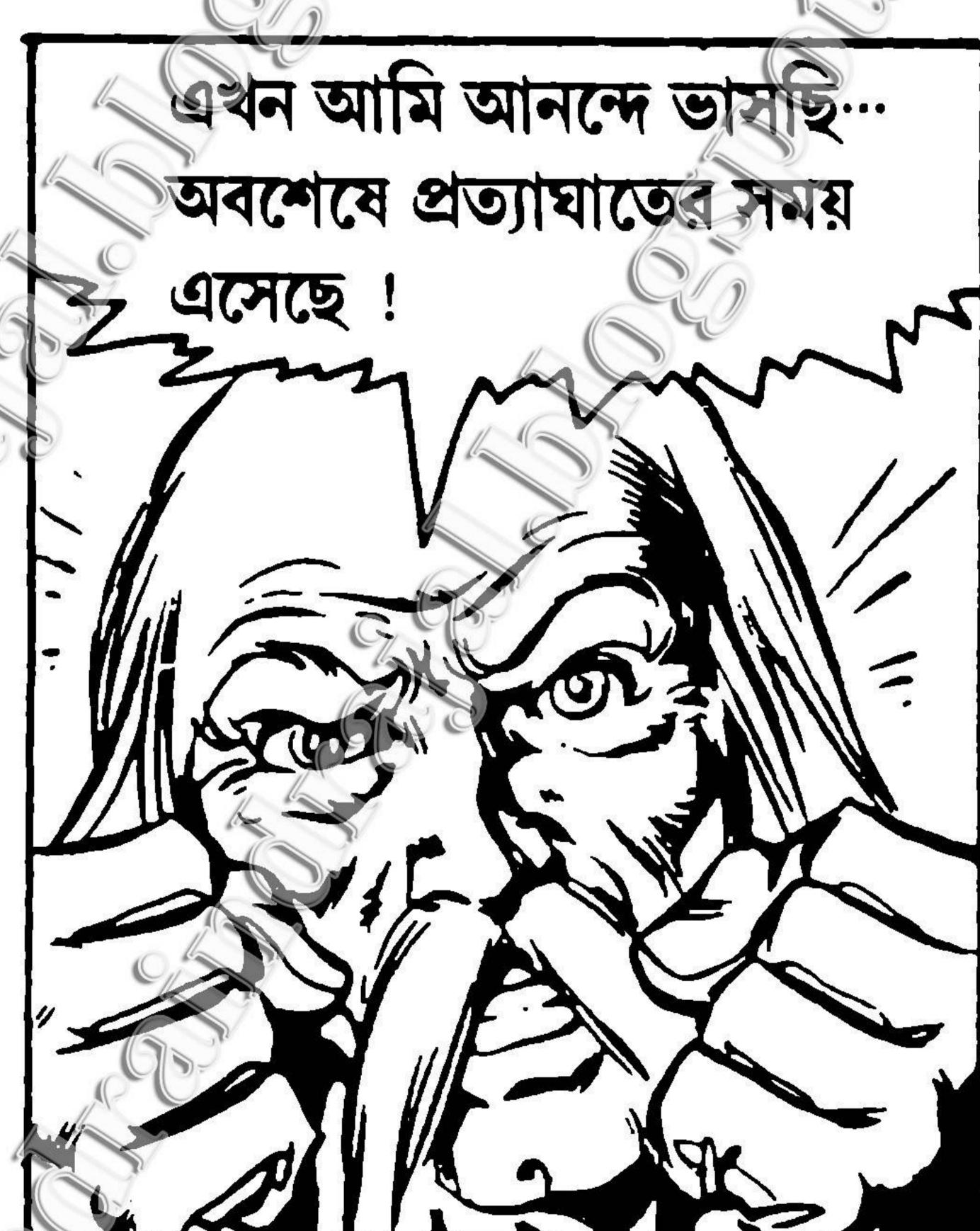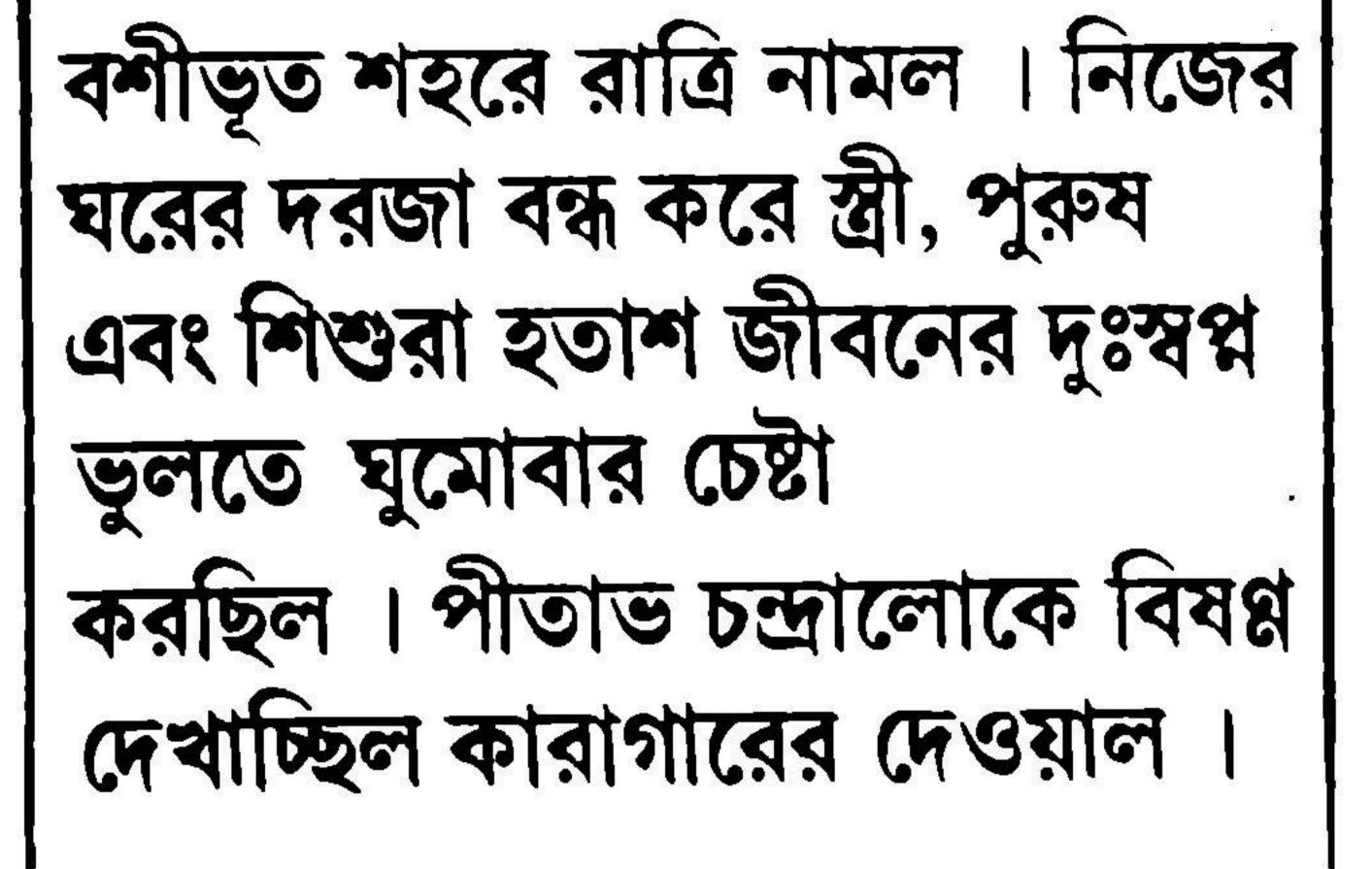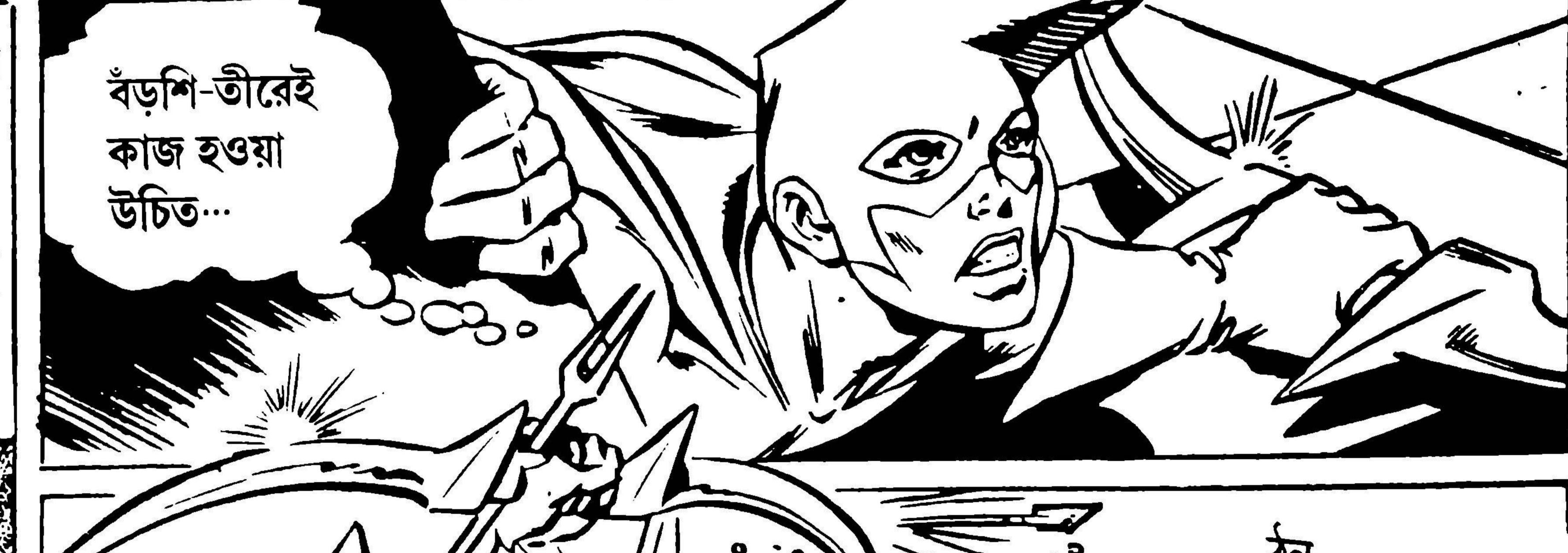
কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্ধকার অলিন্দে পাতা ফাঁদের মুখ বন্ধ হওয়ার জন্য তৈরি... ন্যায়পাল নিজের ভাগ্যের ওপর বেশি নির্ভর করেছিল...
এর মধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে...

ওকে ধরেছি ! চলে এসো !

টোপটা খাসা ছিল... ও... আরে !
এটা কে !

বীর তীরন্দাজ

আমি ন্যায় এবং স্বাধীনতা··· এই লোকটিকে ছেড়ে দাও !

ও কথা বলবে না !···

এসো, এই সঙটার পিঠ গুঁড়িয়ে দিই···

কিন্তু ততক্ষণে ধনুকের ছিলায় টান পড়েছে এবং তীর ছুটে গেছে···

সই নিশানা··· দেওয়ালে লেগে···

বীর তীরন্দাজ
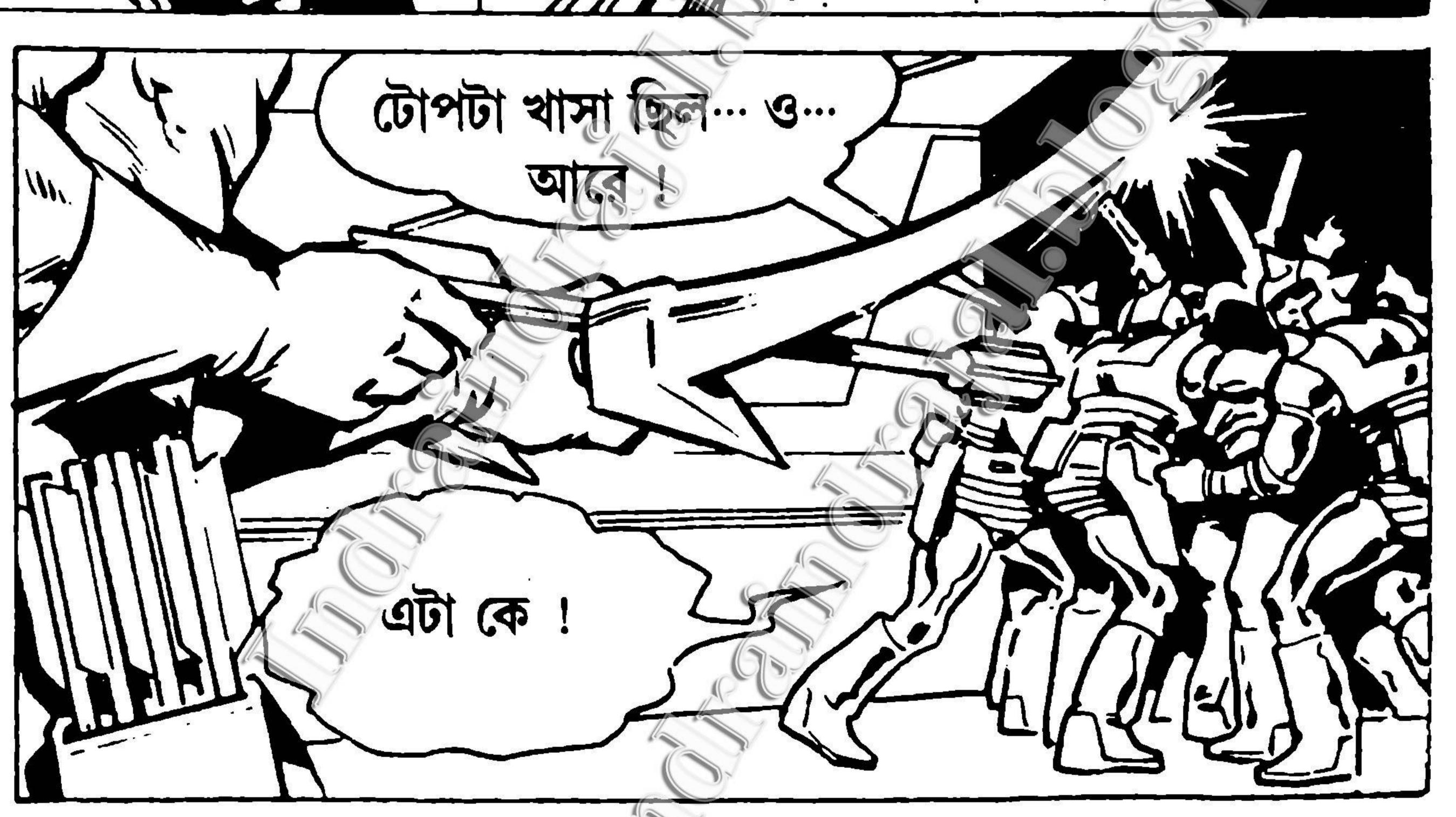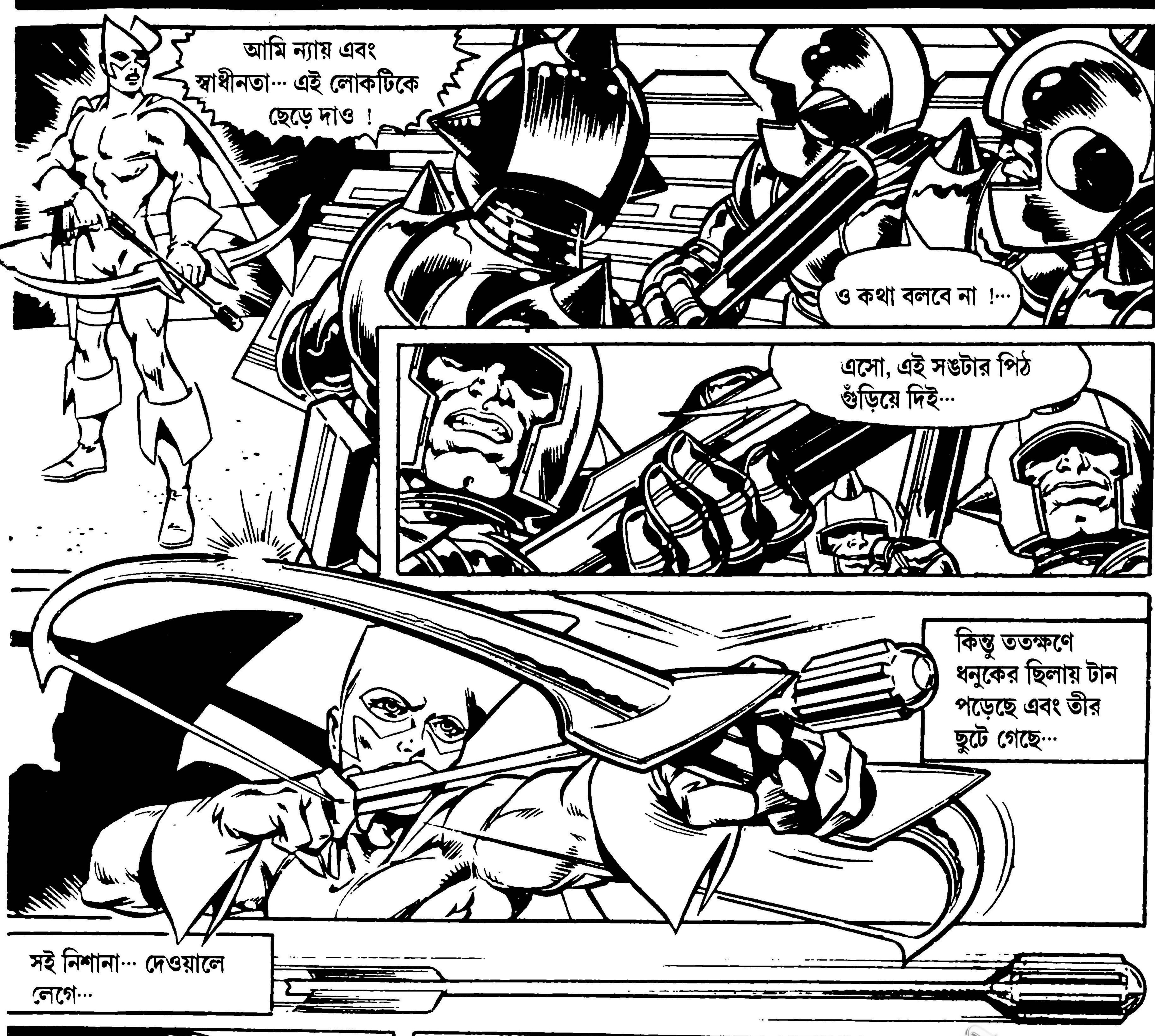
জাদু-ধনুক কাঁধে নিয়ে তীরন্দাজ অদৃশ্য হয়ে গেল··· যেন রুপালি এক অশরীরী!

যেহেতু সত্যিই···

খোঁজ নয়··· ওদের ধরো! আর ততক্ষণ স্ফটিকের কাছে কাউকে যেতে দেবে না··· এই বুকে-হাঁটা পোকাগুলো যেন ওটা দেখতে না পায়। দেখলে ওদের মনে নানা ফন্দি উঁকি দিতে পারে···

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে··· সেদিন যে সকাল হল তার রং অন্য দিনের মতো নয়··· 'তীরন্দাজ ফিরে আসবে' এই প্রবাদ আর জনগণের হৃদয়ে গুঞ্জরিত হল না···

জনগণের হৃদয়ে সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠল নতুন প্রবাদ: 'তীরন্দাজ ফিরে এসেছে!'

(সমাপ্ত)